গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.emrd.gov.bd

বিষয়ঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর মার্চ/২০১৯ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	**আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম** সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
তারিখ	:	২৭-০৩-২০১৯
সময়	:	বেলা ২.৩০ টা
স্থান	:	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিত সদস্য	:	**পরিশিষ্ট-ক**

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ পাওয়ার পয়েন্টে পর্যায়ক্রমে সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

২। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের সম্মতিতে গত ২৭-০২-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩। গত ২৭-০২-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে নিম্নরূপ আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	সভার প্রারম্ভে সভাপতি বলেন, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রতিবছর ০৯ই আগস্ট জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস উদযাপন করা হয়। এ বছর জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবসের সাথে জ্বালানি সপ্তাহ পালন করা যায়। জ্বালানি সপ্তাহ পালনে যে সব কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে এবং তা বাস্তবায়ন পদ্ধতিসহ জ্বালানি সপ্তাহের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা নথিতে উপস্থাপন করার জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি জ্বালানি সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পৃথক পৃথক কমিটি গঠন, ০৩ দিনব্যাপী মেলার আয়োজন, ভ্যানু নির্ধারণ, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার অর্ন্তভুক্ত করার পরামর্শ দেন। এছাড়া ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিতব্য আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে যৌথভাবে কাজ করার প্রস্তুতি এখন থেকেই গ্রহণ করার বিষয়ে তিনি নির্দেশনা দেন।	(ক) ০৯ই আগস্ট জাতীয় জ্বালানি ও নিরাপত্তা দিবসের সাথে জ্বালানি সপ্তাহ উদযাপন করা হবে। জ্বালানি সপ্তাহ উদযাপনের কার্যক্রমসম্বলিত পুর্নাঙ্গ রূপরেখা প্রণয়ন করতে হবে। (খ) ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিতব্য আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ
২.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিকটবর্তী সময়ে এ বিভাগ পরিদর্শন করবেন। তাঁর সমীপে উপস্থাপনের লক্ষ্যে এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানিসমূহের বাস্তবায়নাধীন, বাস্তবায়নযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের তালিকা এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা সংক্রান্ত কার্যাবলীর বিবরণী বিভিন্ন সংস্থা থেকে পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে এ বিভাগের উন্নয়ন উইং থেকে কাজ করা হচ্ছে বলে সভায় অবহিত করা হয়।	এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানিসমূহের বাস্তবায়িত, বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়নযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের তালিকা এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা সংক্রান্ত কার্যাবলীর প্রেজেন্টেশন প্রস্তুত করতে হবে।	উন্নয়ন অনু বিভাগ
৩.	**অনিষ্পন্ন বিষয়:** জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিকট সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার এবং দপ্তর/সংস্থার নিকট এ বিভাগের বিভিন্ন শাখার অনিষ্পন্ন বিষয় নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় সকল দপ্তর/সংস্থা হতে প্রেরিত পত্রাদি সচিবালয় নির্দেশমালা অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হয় মর্মে জানানো হয়। এছাড়া দপ্তর সংস্থাসমূহের অর্গানোগ্রাম, আইন, বিধিমালা সংক্রান্ত বিষয় পেন্ডিং থাকলে দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	এ বিভাগের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার অনিষ্পন্ন বিষয় বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পত্রের তথ্য নির্ধারিত ছকে (চলমান, কত দিন ধরে অনিষ্পন্ন, কোন দপ্তরে অনিষ্পন্ন উল্লেখসহ) প্রদান এবং দপ্তর সংস্থাসমূহের অর্গানোগ্রাম, আইন, বিধিমালা সংক্রান্ত কোন বিষয় পেন্ডিং থাকলে তা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	এ বিভাগের সকল শাখা ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানি।

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	**অনিষ্পন্ন গ্যাস বিপণন বিধিমালা:** সভায় অবহিত করা হয় যে, ইতোমধ্যে গ্যাস বিধিমালার খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছিল কিন্তু আইন মন্ত্রণালয় হতে গ্যাস বিধিমালার পরিবর্তে প্রবিধানমালার সুপারিশ করা হয়। গ্যাস বিধিমালা প্রস্তুতের এখতিয়ার এ বিভাগের তবে প্রবিধানমালা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বিইআরসি-কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গ্যাস বিধিমালা অথবা প্রবিধানমালা কোনটি প্রস্তুত করা হবে সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়নি।	গ্যাস বিধিমালা অথবা প্রবিধানমালা কোনটি প্রস্তুত করা হবে সে বিষয়ে পেট্রোবাংলা এ বিভাগের সাথে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।	পেট্রোবাংলা ও উন্নয়ন অনু বিভাগ
৩.২	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর সংস্থা কোম্পানির সার্বিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত ইআরপি কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে এ বিভাগ হতে দপ্তর/সংস্থা ও কোম্পানির অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত করে একটি কমিটি গঠন করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।	এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির সার্বিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত ইআরপি কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করতে হবে।	প্রশাসন-১ অধিশাখা
৩.৩	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর নিকট বকেয়া পাওনা আদায় এবং নতুন করে এগ্রিমেন্ট করার বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় জানানো হয় যে, বিমানের জন্য ফুয়েলের মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে গঠিত কমিটি ইতোমধ্যেই প্রতিবেদন দাখিল করেছে এবং সে মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।	বিমানের নিকট পাওনা বকেয়া আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বিপিসি
৩.৪	বিপিসি এবং এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের অভিন্ন পদবির চাকরি বিধিমালা প্রস্তুত করার বিষয়টি গত ২০১৬ সাল থেকে অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে। সভায় পেট্রোবাংলা এবং এর আওতাধীন কোম্পানির ন্যায় বিপিসি ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের অভিন্ন পদবির চাকরি বিধিমালা প্রণয়ন করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	বিপিসি ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের জন্য পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানির ন্যায় অভিন্ন পদবির চাকরি বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।	বিপিসি
৪.	**অডিট আপত্তি:** অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) সভায় জানান যে, চলতি বছরে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৬১টি আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান আছে। তিনি আরও জানান যে, গত ২০১৮ সনের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা ছিল ২৫টি। সভাপতি বলেন, আপত্তির বিভিন্ন ধরণ রয়েছে সব আপত্তির গুরুত্ব সমান নয়। যেমন- দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের ত্রুটি, ভ্রমন ভাতা অনিয়ম, দাপ্তরিক কাগজপত্র না থাকা এসব সাধারণ আপত্তি যা সহজেই নিষ্পত্তিযোগ্য। এছাড়া সময়ের ভিত্তিতে ক্যাটাগরিওয়াইজ আপত্তিসমূহের তালিকা করে গুরুত্ব দেয়ার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। আপত্তি নিষ্পত্তিতে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) সাধারণ মানের আপত্তিসমূহ গুচ্ছবদ্ধ করে দপ্তর প্রধানগণ নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করবেন এবং আগামী সভায় অবহিত করবেন। (খ) অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দপ্তর/সংস্থাসমূহ কর্তৃক নিয়মিতভাবে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার আয়োজন করতে হবে।	অপারেশন অধিশাখা- ৪ ও সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।
৪.১	বিপিসির আওতাধীন বিভিন্ন কোম্পানিসমূহের ফ্রিঞ্জ বেনিফিট সংক্রান্ত অনেক অডিট আপত্তি রয়েছে। পেট্রোবাংলার ন্যায় বিপিসি এবং এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ফ্রিঞ্জ বেনিফিট রেশনালাইজড করার বিষয়ে সভাপতি মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির নিমিত্ত পিএ কমিটির সিদ্ধান্তের জন্য পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	(ক) পেট্রোবাংলার ন্যায় বিপিসি এবং এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের ফ্রিঞ্জ বেনিফিট রেশনালাইজড করতে হবে। (খ) ফ্রিঞ্জ বেনিফিট সংক্রান্ত বিষয়টি নিষ্পত্তির নিমিত্ত পিএ কমিটির সিদ্ধান্তের জন্য পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	বিপিসি

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৫.	**বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি:** বিভাগীয় মামলার নিরোধকল্পে প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এ লক্ষ্যে পেট্রোবাংলা ও বিপিসি'র অধীন সকল কোম্পানি প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করবে। প্রশিক্ষণের বিষয়-সংস্থার চাকরি ও পদোন্নতি বিধিমালা, ছুটি বিধিমালা, সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯, শৃঙ্খলা আপিল বিধিমালা ১৯৮৫, বেতন নির্ধারণ, ভ্রমন ভাতা, পেনশন প্রস্তুতি ও নির্ধারণ, নোট ও সার-সংক্ষেপ লিখন, দাপ্তরিক ক্রয়, ই-নথি ব্যবস্থাপনা, যানবাহন ব্যবস্থাপনায় নৈতিকতা ও সেবা পরায়নতা, সম্পদ বাস্তবায়ন নিরাপত্তা ইত্যাদি হতে পারে।	(ক) সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা নিয়মিতভাবে নির্ধারিত ছকে বিভাগীয় মামলার বিস্তারিত তথ্য প্রেরণ করবে। (খ) প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রণয়নপূর্বক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করতে হবে এবং আগামী সভায় প্রশিক্ষণ প্রদানের অগ্রগতির তথ্য উপস্থাপন করতে হবে।	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।
৬.	সভায় অবহিত করা হয় যে, যমুনা অয়েল কোম্পানি লি: এর চাঁদপুর ডিপোতে অবৈধ তেল গ্রহণ ও বিক্রির অভিযোগ তদন্তে বিপিসি কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায় কিন্তু যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি উক্ত অভিযোগ/ঘটনার সত্যতা পায়নি মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। ফলে কতিপয় কর্মকর্তা/কর্মচারী তাদের অপরাধের বিষয়ে দোষ স্বীকার করার পরও কোনরূপ শাস্তি না পেয়ে স্বপদে বহাল রয়েছেন। এ বিষয়ে সভাপতি অসন্তোষ ব্যক্ত করেন। বিয়ষটি বিপিসি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেছে বলে সভায় জানানো হয়। কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সভায় জানান যে, গত সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কমিটির প্রতিবেদন পুন:যাচাই করার জন্য কমিটিকে নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে। তিনি আরও জানান যে, অভিযোগ প্রমাণীত না হওয়া পর্যন্ত বিষয়টি কোনক্রমেই নিষ্পত্তি করার অবকাশ নেই।	যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর চাঁদপুর ডিপোতে অবৈধভাবে তেল গ্রহণ ও বিক্রির অভিযোগ প্রমানের বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।	বিপিসি ও জেওসিএল
৭.	**আদালতে বিচারাধীন মামলা:** পেট্রোবাংলা, বিপিসি এবং এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের বিচারাধীন মামলার বিষয়ে সভাপতি মহোদয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনপূর্বক মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য নিবেন। তাছাড়া দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিতে কোন্ মামলার জন্য কোন্ আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে, কতদিন ধরে পেন্ডিং রয়েছে, পরবর্তী শুনানি কখন হতে পারে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে, তিনি সঠিকভাবে তদারকি করছেন কিনা এ সব বিষয় এ বিভাগকে অবহিতকরন এবং আইনজীবীদের সাথে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট উইং প্রধানের সমন্বয়ে সময়ে সময়ে সভা অনুষ্ঠান এবং বছরভিত্তিক মামলার তালিকা প্রস্তুতের বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) মহামান্য হাইকোর্টে চলমান মামলাসমূহের বিষয়ে নিয়মিত এবং যথাযথ তদারকি করতে হবে, গুরুত্বপূর্ণ মামলার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেলের সংগে যোগাযোগ করতে হবে। এছাড়া, নিম্ন আদালতে বিচারাধীন মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানিতে কোন্ মামলায় কোন্ আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে, কতদিন ধরে তা পেন্ডিং রয়েছে, পরবর্তী শুনানি কখন হতে পারে, এবং মাললা নিষ্পত্তির বিষয়ে কোন্ কর্মকর্তা নিয়োজিত রয়েছেন; তিনি সঠিকভাবে তদারকি করছেন কিনা সেসব বিষয়ে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে। (খ) আইনজীবীদের সাথে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট উইং প্রধানের সমন্বয়ে সময়ে সময়ে সভা করতে হবে। (গ) বছরভিত্তিক মামলার তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।
৮.	**অনিষ্পন্ন অবসর ভাতা:** পেট্রোবাংলা এবং এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের অনিষ্পিন্ন অবসরভাতা নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। দুদক কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা এবং অবসরভাতা পেন্ডিং সংক্রান্ত বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	অবসর ভাতা সহজীকরণ নীতিমালা অনুযায়ী অনিষ্পন্ন অবসর ভাতার আবেদন (যদি থাকে) অতি দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করতে হবে।	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা এবং দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৯.	**ভূ-সম্পত্তি হতে অবৈধ দখল উচ্ছেদ ও নামজারী সম্পাদন:** জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন সংস্থা/কোম্পানিসমূহের ভূ-সম্পত্তি অবৈধ দখলে থাকলে তা থেকে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ এবং জমির মালিকানা সঠিক রাখার জন্য যথাসময়ে নামজারী সম্পাদন করা প্রয়োজন। একই সংগে দপ্তর/সংস্থার সম্পত্তির বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জমি থেকে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে এবং জমির বিষয়ে কোন মামলা থাকলেও নিয়মিত ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করতে হবে।	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা এবং দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।
১০.	**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA):** এ বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ণ অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে এপিএ টিমের প্রধানের সভাপতিত্বে প্রতিমাসে এ বিভাগে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং যথাযথভাবে এপিএ বাস্তবায়নে এপিএ টিম কাজ করছে বলেও সভায় অবহিত করা হয়। এ বছরে এপিএ'র আওতায় বাপেক্স কর্তৃক ৩০০ ব:কি:মি: ও আইওসি কর্তৃক ৭০০ ব:কি:মি: ৩ডি সাইসমিক সার্ভে করার কথা কিন্তু উক্ত লক্ষমাত্রা অর্জন করার বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করা হয়। এ বিষয়ে পেট্রোবাংলা যথাসময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে সভায় অবহিত করা হয়।	(ক) ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি যথাযথ ভাবে বাস্তবায়নে এপিএ টিম গুরুত্ব সহকারে মনিটরিং করবে। (খ) ৩ডি সাইসমিক সার্ভের বিষয়ে পেট্রোবাংলা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে লক্ষমাত্রা অর্জনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	এপিএ টিম ও সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।
১১.	**অন লাইন কার্যক্রম:** ওয়েব সাইট হচ্ছে এ বিভাগের সমুদয় তথ্যের প্রধানতম মাধ্যম। এ বিভাগে সম্পাদিত কার্য সন্নিবেশ করে ওয়েবসাইটে হালনাগাদকরণের উপর সভায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। **ই-ফাইলিং:** অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের তুলনায় এ বিভাগের অবস্থান ভাল অবস্থায় না থাকায় সকল নথি (কতিপয় বিষয় ব্যতিত) ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার জন্য সভপিতি নির্দেশনা দেন। এছাড়া এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহের অবস্থানও ভাল পর্যায়ে না থাকায় এ কাজে আরও যত্নবান হওয়ার জন্য সভায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। **ই-টেন্ডরিং:** সভায় ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি পর্যায়ক্রমে শতভাগে উন্নীত করার উদ্যেগ গ্রহণ করার বিষয়ে সভাপতি নির্দেশনা দেন। সংস্থা/কোম্পানিসমূহের চলমান/আহবানকৃত দরপত্রে মোট সংখ্যা, তার মধ্যে ই-দরপত্রের সংখ্যা, টাকার পরিমান ও দরপত্রের তারিখ সম্বলিত প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগে প্রেরণ করার বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়।	(ক) এ বিভাগ সম্পর্কিত সকল কার্যক্রম/বিষয় প্রতিবেদন ওয়েব সাইটে থাকতে হবে এবং নিয়মিত ওয়েব সাইট হালনাগাদ করতে হবে। (খ) এ বিভাগের প্রতিটি শাখা/অধিশাখা হতে প্রতিমাসে ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে সকল নথি (কতিপয় ব্যত্যয় ব্যতিত) নিষ্পত্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। (গ) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির ই-নথিতে কার্যক্রম সম্পাদন বৃদ্ধি করতে হবে। (ঘ) চলতি মাস পর্যন্ত চলমান/আহবানকৃত দরপত্রের বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	আইসিটি শাখা এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।
১২.	**প্রকল্প পরিদর্শন ও শাখা পরিদর্শন:** কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রতিমাসে নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ ও শাখা পরিদর্শন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। জারীকৃত অফিস আদেশ অনুযায়ী প্রকল্প পরিদর্শন করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	এ বিভাগের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রতিমাসে শাখাসমূহ ও নির্ধারিত প্রকল্পসমূহ পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা/অনুবিভাগ
১৩.	**ব্লু-ইকোনমি সেল:** সভায় ব্লু-ইকোনমি সেলের জন্য পদ সৃজন, যানবাহন, অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডইভুক্ত করার বিষয়ে আলোচনা হয়। ব্লু-ইকোনমি সেলের জনবল, যানবাহন, অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডইভুক্ত করার বিষয়ে ১টি প্রস্তাব সম্প্রতি এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে যা ইতোমধ্যে প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে। সভাপতি মহোদয় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্লু-ইকোনমি সেলের টিওএন্ডইভুক্তকরণ এবং জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	ব্লু-ইকোনমি সেলের পদ সৃজন, যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডইভুক্ত করণের কাজ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	ব্লু-ইকোনমি সেল

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১৪.	পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড এবং যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড তাদের ডিলারগণের মাধ্যমে বাজারজাতকৃত তেলের গুণগতমান এবং ওজন নিশ্চিতকরণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। এ লক্ষ্যে পেট্রোল পাম্প হতে সেম্পল সংগ্রহ করে ওজন ও গুনগতমান ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা এবং সেম্পল টেস্ট এর মাসিক রিপোর্ট এ বিভাগে প্রেরণ ও টেস্টে কোনরকম অনিয়ম পাওয়া গেলে চুক্তি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়।	(ক) পেট্রোল পাম্পে সরবরাহকৃত তেলের সেম্পল টেস্টের মাসিক রিপোর্ট এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (খ) সেম্পল টেস্টে অনিয়ম পাওয়া গেলে ডিলারদের বিরুদ্ধে চুক্তি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বিপিসি ও এর অধিনস্থ কোম্পানিসমূহ
১৪.১	অবৈধ গ্যাস লাইন সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ অভিযান পরিচালনা এবং অবৈধ গ্যাস লাইন সংযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভায় অবৈধ গ্যাস সংযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের এবং এর একটি ডাটাবেজ প্রস্তুত করার পরামর্শ প্রদান করা হয়।	অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ অভিযান পরিচালনা করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হবে এবং এর একটি ডাটাবেজ প্রস্তুত করতে হবে।	পেট্রোবাংলা ও সংশ্লিষ্ট কোম্পানিসমূহ
১৪.২	সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (এসজিসিএল) কর্তৃক মজুদকৃত পাইপ ইতোমধ্যে কেজিডিসিএল ও পিজিসিএল ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করছে। অবশিষ্ট পাইপ টিজিটিডিসিএল কর্তৃক গ্রহণের বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড'কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।	এসজিসিএল কোম্পানিতে মজুদকৃত অবশিষ্ট পাইপ টিজিটিডিসিএল ও অন্যান্য কোম্পানি কর্তৃক সংগ্রহ করার বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।	পেট্রোবাংলা ও সংশ্লিষ্ট কোম্পানিসমূহ
১৪.৩	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির কিছু কার্যক্রমের সাথে বিইআরসি'র কার্যক্রমের ওভারল্যাপিং হয় যার ফলে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে জটিলতা সৃষ্টি হয়। বিইআরসির যে সকল কার্যক্রমের সাথে ওভারল্যাপিং হয় তার তালিকা ইতোমধ্যে প্রস্তুতপূর্বক এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। যা পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা হবে।	বিইআরসির সঙ্গে এ বিভাগের আওতাধীন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সমস্ত কার্যক্রমের দ্বৈততা/সমস্যা রয়েছে সে বিষয় পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	পেট্রোবাংলা ও বিইআরসির
১৫.	**বিবিধ:** উপসচিব (প্রশাসন-২) সভাকে অবহিত করেন যে, এ বিভাগের আওতাধীন বিপিসি ও পেট্রোবাংলা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্থাপিত পাইপ লাইনের মাধ্যমে তেল ও গ্যাস সঞ্চালন/সরবরাহ করে। এ জন্য উভয় সংস্থাকে আলাদা করে জমি অধিগ্রহণ করতে হয় এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হয়। উভয় প্রতিষ্ঠান যদি পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে (নিরাপদ দূরত্বের সংস্থান রেখে) সমান্তরাল পাইপলাইন স্থাপন করে তা হলে ভূমি অধিগ্রহণ ও ব্যয় সংকোচনসহ অন্যান্য সুবিধা সৃষ্টি হতে পারে। এ বিষয়ে সভায় এই মর্মে গুরুত্বারোপ করা হয় যে, বর্তমানে বগুড়া, রংপুর ও সৈয়দপুরে পেট্রোবাংলা যে গ্যাস লাইন তৈরি করছে বিপিসি সেখানে তেলের লাইন স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।	(ক) যৌথভাবে গ্যাস লাইন ও তেলের পাইপলাইন নির্মাণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখে বিপিসি ও পেট্রোবাংলা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। (খ) তেল ও গ্যাস সরবরাহ, সরবরাহের সকল স্থাপনা এবং পাইপ লাইনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।	পেট্রোবাংলা, বিপিসি এবং সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানিসমূহ

৪। সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৫/০৪/১৯

(আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম)
সচিব